আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

যাকাত সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

যাকাতুল ফিতরা ও সাওমের ফিদইয়া

যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হল সালাত ও যাকাত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল।

(২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) যাকাত প্রদান করা।

(৪) কা‘বা গৃহে হজ্জ করা।

(৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা।’

সহিহ বুখারিঃ ৮; সহিহ মুসলিমঃ ১৬

যাকাত কি

আরবী ‘ الزكاة যাকাত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি ও উন্নতি।
যাকাত শব্দের আভিধানিক আরেকটি অর্থ হয় لتطهير তাতহির, যার বাংলা অনুবাদ পবিত্র করা।
যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۰۳﴾

‘তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ সূরা তাওবা : ১০৩

وَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۙ﴿۶۰﴾

আর তারা যা কিছু দান করে এভাবে দান করে যে, তাদের হৃদয় ভীতকম্পিত থাকে (একথা ভেবে) যে, তারা তাদের রবের নিকটে ফিরে যাবে।’ সূরা মুমিনূন : ৬০

ইসলামী পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সম্পদের ভেতর শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণকে যাকাত বলা হয়, যা বিশেষ শ্রেণি ও নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে হয়। কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে যাকাত ফরয,এতে কারও দ্বিমত নেই। যাকাতের ফরযিয়তকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।’ -ফাতহুল বারী ৩/৩০৯

যাকাতের কল্যানের দিকঃ

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۰﴾

‘ তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। সূরা বাকারা : ১১০

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾

‘তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।’সূরা নূর : ৫৬

وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

‘এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।’ সূরা নিসাঃ ১৬২

ত্বা-সীন৷ এগুলো কুরআনের ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত, পথনির্দেশ ও সুসংবাদ এমন মুমিনদের জন্য যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং তারা এমন লোক যারা আখেরাতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। নমলঃ১-৩

আসলে তোমাদের বন্ধু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই ঈমানদাররা যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে বিনত হয়৷ সূরা মায়েদা : ৫৫

এরা এমন সব লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ নিষেধ করবে৷ আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে৷ সূরা হজ্জঃ ৪১

“নিশ্চয় মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, তাদের রব তাদের যা দিবেন তা তারা খুশীতে গ্রহণকারী হবে। ইতোপূর্বে এরাই ছিল সৎকর্মশীল। রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো। আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা চাওয়ায় রত থাকত। আর তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক”। [সূরা আয-যারিয়াত: ১৫-১৯]

যাকাত আদায় না করার পরিনতিঃ

* যাকাতের সকল সুফল থেকে বঞ্চিত হওয়া।
* আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।যেমনঃ

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤﴾[التوبة:
"যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও"। সূরা আত-তাওবাহ: ৩৪

"আল্লাহ যাদেরকে তার অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর, যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে"।সূরা আলে ইমরান : ১৮০

'যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন তা বিষধর স্বর্পরূপে উপস্থিত হবে এবং তা তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার উভয় অধরপ্রান্তে দংশন করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ঐ ধন, আমিই তোমরা পুঞ্জিভূত সম্পদ।' -সহীহ বুখারী

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইয়ামান পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন:"তুমি কিতাবিদের এক কওমের নিকট যাচ্ছ, অতএব, তাদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আমি আল্লাহর রাসূল' সাক্ষীর দিকে আহ্বান কর, যদি তারা এতে আনুগত্য প্রকাশ করে, তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, প্রত্যেক দিন ও রাতে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এতে আনুগত্য প্রকাশ করে, তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের ওপর সদকা ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে তাদেরই গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে, যদি তারা এতে আনুগত্য প্রকাশ করে, তুমি তাদের দামী সম্পদ গ্রহণ করা পরিহার কর, (অর্থাৎ যে সম্পদ তাদের নিকট অতি উত্তম ও অধিক পছন্দনীয় যাকাত হিসেবে সেখান থেকে তুমি গ্রহণ করবে না), আর মজলুমের দো'আ থেকে বাঁচ। কারণ, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই"। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত প্রত্যাখানকারীর হুকুমঃ

যাকাত ইসলামের একটি ফরয ও রুকন, যথাসম্ভব সম্পদের যাকাত দ্রুত বের করা ওয়াজিব। সকল আলিম একমত যে, যাকাত ত্যাগ করা কবিরা গুনাহ। যদি কেউ জানে যাকাত ফরয, তারপরও যাকাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে, সে কাফির ও ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত।

যদি কেউ যাকাত ত্যাগ করে, শাসক জোরপূর্বক তার থেকে যাকাত আদায় করবে এবং তাকে শাসাবে ও শাস্তি দিবে। শাস্তির একটি উদাহরণ: যাকাত আদায় শেষে শাস্তিস্বরূপ তার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে নিবে, আর অর্ধেক সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য যে সম্পদের যাকাত দেয় নি তার অর্ধেক। এটিই আলিমদের বিশুদ্ধ মত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«... وَمَن منعها فإنا آخِذُوها، وَشَطْرَ مالِهِ (يعني وآخِذوا نصف ماله أيضاً بعد الزكاة)، عَزمَة مِن عَزَمات ربنا تبارك وتعالى (يعني أنَّ هذا أمرٌ أوْجَبَهُ اللهُ تعالى على الحاكم)».

“আর যে যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আমরা সেটি গ্রহণ করব এবং আরও গ্রহণ করব তার সম্পদের অর্ধেক। (অর্থাৎ যাকাত শেষে অবশিষ্ট সম্পদ থেকে অর্ধেক গ্রহণ করব)। এটি আমাদের রবের কড়া নির্দেশ থেকে একটি নির্দেশ। (অর্থাৎ শাসকের ওপর বিধানটি আল্লাহ ওয়াজিব করে দিয়েছেন)”। সহীহুল জামেঃ ৪২৬৫।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ:

১ম শর্ত: ব্যক্তির স্বাধীন হওয়া:

২য় শর্ত: মুসলিম হওয়া

৩য় শর্ত: সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়া: শরী'আত কর্তৃক সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণকে নিসাব বলা হয়।

৪র্থ শর্ত: নিসাব পরিমাণ সম্পদে হিজরী এক বছর পূর্ণ হওয়া

«لا زكاة في مالٍ حتى يَحُول عليه الحَوْل».

"* কোনো সম্পদেই যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর পূর্ণ হবে"। সহীহুল জামে': হাদীস নং ৭৪৯৭।

তবে কতক সম্পদ রয়েছে, যার যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরি নয়।

যেমনঃ ১। জমি থেকে উৎপন্ন ফল ও ফসল(উশর) ২। জতুষ্পদ প্রাণীর বাচ্চার যাকাত ৩। ব্যবসার লভ্যাংশ

(বাগান এবং ক্ষেতে) যখন ফল বা ফসল ফলবে তখন তোমরা তা থেকে নিজেদের খাবার সংগ্রহ কর এবং ফল বা ফসল কাটার দিন তা থেকে আল্লাহর প্রাপ্য আদায় করো।"সূরা আল আনআম: ১৪১

- যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তির সাবালিগ ও বিবেক সম্পন্ন হওয়ার জরুরি নয়। এটিই আলিমদের বিশুদ্ধ মত। অতএব, নাবালক ও পাগলের সম্পদে যাকাত ফরয। অভিভাবকগণ তাদের সম্পদ থেকে যাকাত বের করবেন। আশ-শারহুল মুমতি: (৬/২০২-৩)।

* যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ব্যক্তির স্বাধীন হওয়া জরুরি, কারণ গোলাম-দাসের ওপর যাকাত ফরয নয়, তবে তাদের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করা জরুরি।

যাকাত কারা পাবেঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: 60]

“নিশ্চয় সদকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, (তা আরও বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়”।[সূরা আত-তাওবাহ: ৬০]

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা যাকাতের হকদার আট প্রকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

যাকাত এই আট খাতে বর্নিত গ্রুপের হক্ব বা পাওনা। এর বাইরে অন্য কোন খাতে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না, পুনরায় যাকাত দিতে হবে।

অন্য কোন কল্যান খাতের জন্য দান বা সাদাকার অর্থ ব্যবহার করবেন কিন্তু যাকাত আট খাতের বাইরে দেয়া যাবে না।

যাকাত বের করার সময় অন্তরে নিয়ত করা ওয়াজিব:

নিজের সম্পদ থেকে যাকাত বের করার নিয়ত করবে, সে নিজে বের করুক বা তার উকিল বের করুক।

যাকাতের হকদারদের বর্ননাঃ

(১। ফকির ২। মিসকিন)

ফকীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী

ফকীর ও মিসকীন তাদেরকে বলা হয়, যাদের সম্পদ ও সম্পদ উপার্জন করার উপায় নেই। অনুরূপ কারও সম্পদ ও সম্পদ উপার্জন করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তা দিয়ে তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জরুরি প্রয়োজন পূরণ হয় না, যেমন খাবার, পোশাক, বাড়ি-ভাড়া, চিকিৎসা খরচ, অপারেশন, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানির বিল ইত্যাদি তার সম্পদ দিয়ে যথেষ্ট হয় না।

শাইখ উসাইমীন রহ. বলেন: "যে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তার নিকট মোহর ও বিবাহের খরচ নেই, আমরা তাকে যাকাত দিব, যা দিয়ে সে বিয়ে করবে, যদিও তার পরিমাণ বেশি হয়। অর্থাৎ সে ফকীর ও মিসকীনদের একজন, যাদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ, যদিও তার পানাহার, পরিধান ও বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে।আশ-শারহুল মুমতি': যাকাত অধ্যায়।

ফকীরকে কী পরিমাণ যাকাত দিবেঃ কোনো সীমা শরী'আত নির্ধারণ করে দেয় নি, তবে যতটুকু প্রদান করলে সে অভাব মুক্ত হয় ও নিজের প্রয়োজন পেয়ে যায়, সে পরিমাণ দেওয়াই শ্রেয়, কম বা বেশি নির্দিষ্ট সীমা নেই। খাত্তাবি রহ. বলেন: "... যাকাতের পরিমাণ যাকাত গ্রহণকারীর অবস্থা ও জীবিকার ওপর নির্ভর করে, সবার জন্য ধার্য করা নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই, কারণ যাকাত গ্রহণকারী সবার অবস্থা সমান নয়। মা'আলিমুস সুনান: (১/২৩৯)।

যে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে অতি সামান্য মাল আছে, অথবা কিছুই নেই, এমনকি একদিনের খোরাকীও নেই এমন লোক শরীয়তের দৃষ্টিতে গরীব।যাকাতের পাওয়ার কারণে সারা জীবনের জন্য সে অভাব মুক্ত হবে।

মিসকিন হচ্ছেন ওই ব্যক্তি, যার কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। কিন্তু কিছু সম্পদ আছে, অভাব আছে। অভাবের কারণে তিনি মিসকিন হয়ে আছেন। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন, তিনি হচ্ছেন মিসকিন।

যাকাতের হকদারদের বর্ননাঃ ৩।যাকাত উসুলকারী

বিত্তশালীদের নিকট থেকে যাকাত উসুল করার জন্য খলিফা বা তার প্রতিনিধি যাদেরকে নিয়োগ দেন তারাই যাকাত উসুলকারী। অনুরূপ যাকাত সংরক্ষণকারী, অর্থাৎ যারা গুদামে সংরক্ষিত যাকাত রক্ষণা-বেক্ষণ করেন। অনুরূপ যারা গরীবদের মাঝে যাকাত বণ্টন করার দায়িত্বে নিয়োজিত। ব্যক্তিগত ভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি যাকাত উসুলকারী হবে না।

যাকাত উসুলকারীদের(যাকাতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ) গুণাবলি:

ক. বিশুদ্ধ মত মোতাবেক যাকাত উসুলকারীর মুসলিম হওয়া জরুরি,

খ. সাবালক ও বিবেকী হওয়া।

গ. আমানতদার হওয়া।

ঘ. যাকাত উসুল করার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া। যেমন, সত্যবাদী ও নেককার।

ঙ. যাকাতের বিধান সম্পর্কে ইলম থাকা।

“আমরা যাকে কোন কাজের দায়িত্ব দেই এবং তার প্রাপ্যও তাকে প্রদান করি, (অর্থাৎ তাকে তার বেতন দেই), তারপর সে যা গ্রহণ করবে তাই খিয়ানত”। সহিহুল জামে‘ হাদীস নং ৬০২৩। সেটি হারাম সম্পদ।

“তোমার বাবা-মায়ের ঘরে কেন তুমি বসে থাকনি, তোমার হাদিয়া তোমার নিকট চলে আসত, যদি তুমি সত্যবাদী হও? অতঃপর তিনি বললেন: এমন কেন হয়, আমি তোমাদের কাউকে কোনও কাজে পাঠাই আর সে এসে বলে: এগুলো আপনাদের জন্য আর এগুলো আমার জন্য হাদিয়া? কেন সে তার মায়ের ঘরে বসে থাকে নি, যেন তার হাদিয়া তার কাছেই চলে আসে! সে সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার নফস, তোমাদের যে কেউ অবৈধভাবে যাই গ্রহণ করবে, আল্লাহর সমীপে তা নিয়ে উপস্থিত হবে”।

সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৯৭।

যাকাতের হকদারদের বর্ননাঃ

৪। যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্যঃ

(এই খাতের উদ্দেশ্য ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ও তার মর্যাদা রক্ষা করা।)

যাদেরকে যাকাত দিলে ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা যাদেরকে যাকাত দিলে ঈমান শক্তিশালী হবে অথবা যাদেরকে যাকাত দিলে মুসলিমদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে, তাদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ, তারা সবাই এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। ইয়াহূদি-খ্রিস্টান ধর্ম থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারাও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৫। দাস আযাদ করার ক্ষেত্রেঃ

গোলাম মুক্ত করা: আরবি رقاب শব্দটি বহুবচন, একবচন رقبة যার অর্থ দাস-দাসী।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী " "وفي الرقاب দ্বারা উদ্দেশ্য দাস-দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য দাস-দাসীকে সম্পদ দেওয়া নয়, বরং তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা উদ্দেশ্য।

বিশুদ্ধ মত মোতাবেক মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার জন্য যাকাত থেকে ব্যয় করা যাবে, যারা শত্রুদের হাতে বন্দী।

**** গৃহ কর্মী(কাজের বুয়া/ছেলে/মেয়ে) এরা দাস নয়।

বাড়ির কাজের ছেলে বা কাজের মেয়েকে যাকাত দেওয়া জায়েয যদি তারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়। তবে কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাতের অর্থ দিলে বা নিজের স্বার্থে কাজ বেশী করানোর জন্য যাকাত আদায় হবে না। কেউ কেউ কাজের লোক রাখার সময় বলে, মাসে এত টাকা করে পাবে আর ঈদে একটা বড় অংক পাবে। এক্ষেত্রে ঈদের সময় দেওয়া টাকা যাকাত হিসাবে প্রদান করা যাবে না। সেটা তার পারিশ্রমিকের অংশ বলেই ধর্তব্য হবে।

যাকাতের হকদারদের বর্ননাঃ (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি)

৬ষ্ঠ হকদারঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি:

আরবী غارمون বহুবচন, একবচন হচ্ছে غارم অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত মুসলিম। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দু'প্রকার:

১। মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য খরচ করে যিনি ঋণগ্রস্ত হয়েছেন।

২। যে নিজের প্রয়োজনে ঋণ করেছে, যেমন অভাব অথবা চিকিৎসা অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ অথবা বিবাহ অথবা ঘরের আসবাব-পত্র কেনার জন্য ঋণ করেছে, (পুরনো ফার্নিচার নতুন করার জন্য ঋণ করলে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না)। অনুরূপ যার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে সেও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত, যেমন অগ্নিকাণ্ড অথবা জলোচ্ছ্বাস অথবা মাটিতে ধসে যাওয়া ইত্যাদি।

এই খাতের জন্য কয়েকটি শর্ত:

- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে সামর্থ্য নয়
- বৈধ কাজে ঋণীরাই যাকাতের হকদার, যে পাপের কাজে ঋণী সে যাকাত পাবে না। যদি সে তওবা করে এবং সত্যিকার তাওবার আলামত তার ভেতর স্পষ্ট হয়, তবে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।
- কেউ যদি বৈধ কাজে ইসরাফ করে অর্থাৎ প্রয়োজনের বেশি খরচ করে ঋণগ্রস্ত হয় তাকেও যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না।
- ঋণের টাকা ঋণগ্রস্ত অথবা পাওনাদার যাকেই দিবে যাকাত আদায় হবে। যদি আশঙ্কা হয়, ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধ না করে যাকাতের টাকা নষ্ট করে ফেলবে, তাহলে সরাসরি পাওনাদারকে দেওয়াই উত্তম।

কাবীছা ইবনু মাখারেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি কিছু ঋণের যিম্মাদার হয়েছিলাম। অতএব এ ব্যাপারে কিছু চাওয়ার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, (মদ্বীনায়) আবস্থান কর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট যাকাতের মাল না আসে। তখন আমি তা হতে তোমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দান করব। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, মনে রেখ হে কাবীছা! তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য (যাকাতের মাল হতে) সাহায্য চাওয়া হালাল নয়। (১) যে ব্যক্তি কোন ঋণের যিম্মাদার হয়েছে তার জন্য (যাকাতের মাল হতে) সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না সে তা পরিশোধ করে। তারপর তা বন্ধ করে দিবে। (২) যে ব্যক্তি কোন বালা মুছীবতে আক্রান্ত হয়েছে যাতে তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে তার জন্য (যাকাতের মাল হতে) সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না তার প্রয়োজন পূর্ণ করার মত অথবা তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকার মত কোন কিছু লাভ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়েছে এমনকি তার প্রতিবেশীদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন তিন জন ব্যক্তি তার দারিদ্র্যের ব্যাপারে সাক্ষী প্রদান করেছে তার জন্য (যাকাতের মাল থেকে) সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না সে তার জীবিকা নির্বাহের মত অথবা তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে। হে কাবীছা! এরা ব্যতীত যারা (যাকাতের মাল থেকে) চায় তারা হারাম খাচ্ছে।মুসলিম হা/১০৪৪; মিশকাত হা/১৮৩৭।

যাকাতের হকদারদের বর্ননাঃ

৭। আল্লাহর রাস্তায় হকদারঃ ফী সাবীল্লিাহ বা আল্লাহর রাস্তার যাত্রীগণ: আল্লাহর রাস্তা দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ। অতএব, মুজাহিদ ও মুজাহিদদের অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য যাকাত খরচ করবে, যদিও তারা ধনী হয়। অতএব, গোলাবারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্র খরিদ করা, যুদ্ধের বিমান ঘাটি তৈরি করা, শত্রুদের সন্ধান দাতার বেতন ইত্যাদি এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

'ফি সাবিলিল্লাহ' যেহেতু বিশুদ্ধ মতে কেবল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকেই বুঝায়, সেহেতু মসজিদ তৈরি, রাস্তা সংস্কার ও কিতাব ছাপানোর জন্য যাকাত খরচ করা বৈধ নয়।

আলেমগণ বলেন: আল্লাহ্‌র রাস্তার মধ্যে শামিল সেই ব্যক্তিও যিনি নিজেকে অন্য কিছু বাদ দিয়ে ইলমে শরয়ি অর্জনে নিমগ্ন রাখেন। তাই এমন ব্যক্তিকে তার খরচ, পোশাক, খাবার, পানীয়, বাসস্থান ও বইপুস্তক যা প্রয়োজন এগুলোর জন্য যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে। কেননা ইলমে শরয়ি এক প্রকার আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ। বরং ইমাম আহমাদ বলেন: "ইলমের তুল্য কিছু নাই; যদি নিয়ত শুদ্ধ হয়।" কারণ ইলম হচ্ছে শরিয়তের সবকিছুর মূল। ইলম ছাড়া কোন শরিয়ত নেই। আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন যাতে করে মানুষ ন্যায় বাস্তবায়ন করে, তাদের শরিয়তের বিধিবিধান শেখে এবং আবশ্যকীয় বিশ্বাস, কথা ও আমল জানে। হ্যাঁ; আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ সেটা সর্বোত্তম আমল। বরং ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। জিহাদের মর্যাদার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামে ইলমের মর্যাদাও অনেক বড়। তাই ইলম আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এটি সুস্পষ্ট; যাতে কোন আপত্তি নেই

৮। যাকাতের অষ্টম হকদার: মুসাফির

ইবনুস সাবিল বা মুসাফির: ইবনুস সাবিল অর্থ মুসাফির, অর্থাৎ যার চলার খরচ নেই। প্রয়োজনীয় খরচ হারিয়ে গেছে অথবা ফুরিয়ে গেছে অথবা কোনও বিপদের কারণে তার অর্থ প্রয়োজন। এরূপ ব্যক্তিকে সফর পূর্ণ করে দেশে ফিরার জন্য যাকাত দেওয়া বৈধ, যদিও সে নিজ দেশে ধনী।

নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

১. যাকাতের হকদার হওয়ার জন্য মুসাফিরের সফর শর'ঈ অথবা বৈধ হওয়া জরুরি, যদি পাপের সফর হয়, যাকাতের হকদার হবে না, যদি তাওবা করে অবশিষ্ট সফরের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ। কারণ, তাওবা ঘোষণার পর থেকে তার সফর বৈধ।

২. বিশুদ্ধ মতে ইবন সাবিল বা মুসাফিরকে যদি ঋণ দেওয়ার মতো লোক থাকে, তবুও তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ, তার জন্যও যাকাত নেওয়া বৈধ, যদি আগেই ঋণ নিয়ে নেয়, যাকাত নিয়ে সে তার ঋণ পরিশোধ করবে।

জরুরি জ্ঞাতব্য:

যেসব মুসলিম অত্যাচারী শাসকের ভয় বা কোনও কারণে নিজ দেশ থেকে অপর দেশে শরণার্থী হয়, তাদেরকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা জরুরি, যদি তাদের প্রয়োজন হয়। তারা ফকীর-মিসকিন বা ইবন সাবিল বা ঋণগ্রস্ত ইত্যাদি খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবন তাইমিয়াহ রহ. বলেন: "যাকাত দাতার উচিৎ যাকাতের জন্য শরী'আতের পাবন্দ ফকীর, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত ও অন্যান্য হকদার অন্বেষণ করা, বিদ'আতী ও পাপে লিপ্তদের যাকাত না দেওয়া। কারণ, তারা শাস্তির উপযুক্ত, তাদেরকে সাহায্য করা বৈধ নয়, বরং যাকাত না দিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিৎ"।মাজমুউ ফাতাওয়া: ২৫/৮৭।

তিনি আরও বলেন: "যে সালাত পড়ে না তাকে যাকাত দিবে না, যতক্ষণ না সে তাওবা করে সালাত পড়া আরম্ভ করে"।আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিকহিয়্যাহ: (পৃ.৬১

যাকাত দিতে হয় যে সম্পদেঃ

১. স্বর্ণ= সর্বনিম্ন ৮৫ গ্রাম (যাকাতের মোট স্বর্ণের ২.৫ পার্সেন্ট।)

২. রৌপ্য= সর্বনিম্ন ৫৯৫ গ্রাম (মোট অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ (২.৫%) যাকাত দেয়া ফরজ)

৩. নগদ অর্থ। ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য অথবা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের যে দাম হয় সে পরিমান নগদ ক্যাশ থাকলে তাতে যাকাত দিতে হবে-চাই তা নিজের কাছে জমা থাকুক অথবা ব্যাংকে সংরক্ষিত থাকুক।(প্রতি হাজারে পঁচিশ টাকা যাকাত আসবে।)

সুতরাং এ পরিমান টাকা কারো কাছে এক বছর জমা থাকলে তাতে যাকাত দেয়া ফরজ।

৪. ব্যবসায়িক পণ্য

৫. জমিন থেকে উৎপাদিত রবিশষ্য (যেগুলো শুকিয়ে সংরক্ষণযোগ্য) যেমন, ধান, গম, শরিসা, ভুট্টা ইত্যাদি অথবা ফলফলাদি (যেগুলো শুকিয়ে সংরক্ষণযোগ্য), যেমন খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি।

৬. গবাদী পশু (নির্দিষ্ট পরিমান সাপেক্ষে)

সোনা-রুপার অলংকার সর্বদা বা কালেভদ্রে ব্যবহৃত হোক কিংবা একেবারেই ব্যবহার না করা হোক সর্বাবস্থাতেই তার যাকাত দিতে হবে। -সুনানে আবু দাউদ ১/২৫৫; সুনানে নাসায়ী হাদীস ২২৫৮;

অলংকার ছাড়া সোনা-রুপার অন্যান্য সামগ্রীর ওপরও যাকাত ফরয হয়।মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭০৬১; ৭০৬৬; ৭১০২

জামা-কাপড় কিংবা অন্য কোনো সামগ্রীতে সোনা-রুপার কারুকাজ করা থাকলে তা-ও যাকাতের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে পরিমাণ সোনা-রুপা কারুকাজে লেগেছে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সঙ্গে তারও যাকাত দিতে হবে। -মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক হাদীস ৭০৬৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস ১০৬৪৮,১০৬৪৯,১০৬৫১

সোনা-রুপা ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর অলংকার ইত্যাদির উপর যাকাত ফরয নয়। তদ্রূপ হিরা, মণি-মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান পাথর ব্যবসাপণ্য না হলে সেগুলোতেও যাকাত ফরয নয়।-কিতাবুল আছার মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৭০৬১-৭০৬৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৬/৪৪৭-৪৪৮

শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির যাকাতের মাল ভক্ষণের হুকুম

শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাতের মাল ভক্ষণ করা বৈধ নয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয় এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্যও হালাল নয়’। তিরমিযী হা/৬৫২; নাসাঈ হা/২৫৯৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/১৮৩০; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে‘ হা/৭২৫১। অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِيْنَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ-

আদী ইবনুল খিয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘দুই ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি ছাদাকাহ্ (যাকাত) বণ্টন করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর নিকট (যাকাত) থেকে কিছু চাইলেন। তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং নীচু করলেন। তিনি দেখলেন, আমরা দু’জনই স্বাস্থবান। তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও আমি তোমাদেরকে দিব। তবে তাতে বিত্তশালীর এবং কোন শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই’। আবুদাউদ হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/২৫৯৮; মিশকাত হা/১৮৩২; আলবানী, সনদ ছহীহ; ছহীহুল জামে‘ হা/১৪১৯।

নিজের স্বামীকে যাকাত দেওয়ার বিধান

স্ত্রী যাদি নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়। আর তার স্বামী যদি দরিদ্র হয় তাহলে সে তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ كُنْتُ فِيْ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِيْ حَجْرِهَا، قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِى عَنِّيْ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِيْ فِيْ حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِيْ أَنْتِ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِيْ، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِى عَنِّيْ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِيْ وَأَيْتَامٍ لِيْ فِيْ حَجْرِى وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَىُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নব (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখলাম, তিনি বললেন, তোমরা ছাদাক্বাহ্ কর যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়। আর যয়নব (তাঁর স্বামী) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও তাঁর কোলের এতীমদের জন্য ব্যয় করতেন (যাকাত দিতেন)। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে বললেন, রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যদি যাকাতের মাল আপনার জন্য এবং আমার কোলের এতীমদের জন্য ব্যয় করি তাহলে যথেষ্ট হবে কি? আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বললেন, বরং তুমি নিজেই জিজ্ঞেস কর। তখন আমি নবী (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। দেখলাম আরেকজন আনসারী মহিলা দরজায় অপেক্ষা করছে, সেও আমার ন্যায় প্রয়োজনবোধে এসেছে। এমতাবস্থায় আমাদের নিকট দিয়ে বেলাল (রাঃ) অতিক্রম করছিলেন। আমরা বললাম, নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যদি আমার স্বামী এবং আমার কোলের এতীমদের যাকাত দেই তাহলে কি আমার যাকাত আদায় হবে? আর তাঁকে (রাসূল) আমাদের বিষয়ে বল না। বেলাল (রাঃ) গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন, তারা কারা? বেলাল (রাঃ) বললেন, যয়নব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন যয়নব? বেলাল (রাঃ) বললেন, তিনি হলেন, ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তার জন্য দু’টি বিনিময় হবে। ছাদাক্বার বিনিময় এবং আত্মীয়তা রক্ষার বিনিময়। বুখারী হা/১৪৬৬।

গবাদি পশু সম্পদের যাকাত

উট, গরু ও বকরির যাকাত। কারণ, এসব প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর যাকাতের কথা হাদীসে উল্লেখ নেই।

বকরির যাকাত: বকরির নিসাব নর বা মাদী ৪০টি বকরি। বকরি মেষকেও শামিল করে। পালের সব বকরি হোক, বা পালের সব মেষ হোক, বা পালের কতক বকরি ও কতক মেষ যেভাবে নিসাব পূর্ণ হবে, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে।কোনও প্রাণী ব্যবসার জন্য নির্ধারিত হলে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। চতুষ্পদ প্রাণীর যাকাতের জন্য শর্তসমূহ:

১. নিসাব পরিমাণ হওয়া, যার ব্যাখ্যা সামনে আসছে।
২. হিজরী এক বছর পূর্ণ হওয়া।
৩. যাকাতের পশু সায়েমা হওয়া।

অতএব, বকরি ও মেষের যাকাতঃ

বকরি / মেষের সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
১-৩৯	যাকাত নেই, চাইলে সদকা করবে।
৪০-১২০	১ বকরি।
১২১-২০০	২ বকরি।
২০১-৩০০	৩ বকরি।

যেসব পশু মাঠে-জঙ্গলে ও পাহাড়ে চরে বেড়ায় এবং বছরের অধিকাংশ দিন প্রাকৃতিক ঘাস ও তৃণলতা খায় সেসব পশুই কেবল ‘সায়েমা’।

পশু যদি মালিকের কেটে আনা ঘাস খায়, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, অধিকাংশ আলেমের মত এটি।

ব্যবসার জন্য পশু লালন-পালনঃ ব্যবসার পণ্য হবে, তাদের লালন-পালন যেভাবেই হোক না কেন।

কেউ যদি নিজের জমি চাষ করার জন্য পশু পালন করে তাতে যাকাত নেই, কারণ এগুলো সায়েমা নয়

বকরি যদি ৩০০ থেকে অধিক হয়, প্রতি একশোতে একটি বকরি যাকাত দিবে। ৩৯৯টি বকরি পর্যন্ত তিনটি বকরি ওয়াজিব হবে, বকরির সংখ্যা যখন ৪০০ হবে ৪টি বকরি ওয়াজিব হবে ৪৯৯টি পর্যন্ত। এভাবে উপরের দিকে অগ্রসর হবে।

সায়েমা বা স্বাধীনভাবে বিচরণকারী পশুর ওপর হিজরী এক বছর পূর্ণ হলে যাকাত ফরয হয়।

যাকাত হিসেবে যে বকরি ওয়াজিব হয়, তার অবশ্যই দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করা জরুরি। এক বছর পূর্ণ হয়নি এরূপ মেষকে ‘জিয‘আহ’ বলা হয়, আবার কেউ ছয় মাস বা কেউ আট মাসের মেষকে জিয‘আহ বলেছেন।

জরুরি বিষয়, যাকাত হিসেবে যা ওয়াজিব হয় সেটি মেষ বা বকরি আবার নর বা মাদী যাই পরিশোধ করা হোক কোনো সমস্যা নেই। যাকাতের বকরি নিজের পাল বা অন্যত্র থেকে সংগ্রহ করে দেওয়ার অনুমতি আছে, সেটি খরিদ বা ঋণ করে যেভাবে হোক। অধিক বয়স্ক অথবা ত্রুটিযুক্ত অথবা পাঠা যাকাত হিসেবে দিবে না, তবে যাকাত উসুলকারী চাইলে সেটি গ্রহণ করতে সমস্যা নেই। যাকাত উসুলকারী সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর পশু উসুল করবে না, যেমন বেশি বাচ্চাদানকারী অথবা বেশি মোটা-তাজা অথবা গর্ভবতী পশু। নর-ছাগল নিবে না, তবে মালিক দিতে চাইলে গ্রহণ করতে সমস্যা নেই। যাকাত হিসেবে দু’বছরের বকরি অথবা আট-নয় মাসের মেষ উসুল করবে।

গরুর যাকাত:

গরুর যাকাতের নিসাব ৩০টি গরু। নর-মাদী উভয় প্রকার কিংবা শুধু মাদী বা শুধু নর যাই হোক ৩০টি গরু হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। নিসাব পরিমাণ গরুর ওপর হিজরী এক বছর পূর্ণ হলে একটি তাবি বা তাবি'আহ অর্থাৎ এক বছরের নর বা মাদী গরু যাকাত দিবে।

তারপর প্রতি ৪০টি গরু থেকে একটি মুসিন্নাহ অর্থাৎ দুই বছরের গরু যাকাত দিবে। অধিকাংশ আলিম এ কথা বলেছেন। গরু যত বেশি হোক ৩০ ও ৪০ দু'টি সংখ্যায় অর্থাৎ তিন দশক ও চার দশক করে ভাগ করবে।

মাসআলা জানা জরুরি যে, যদি মনে করি কারও ৬৫ টি গরু আছে, সে ৬০টি গরুর যাকাত দিবে, ষাটের অতিরিক্ত ৫টি গরুর যাকাত নেই। কেউ যদি নিসাব পরিমাণ উট বা গরু বা বকরির মালিক হয়, অতঃপর হিজরী বছরের মাঝে কতিপয় পশু বাচ্চা দেয়, অধিকাংশ আলিম বলেন: বাচ্চা তাদের মায়ের সাথে গণনা করা হবে, তবে যাকাত বড় পশু দিয়েই দিবে।যদি ছোট পশু নিসাব পরিমাণ থাকে এবং তার ওপর হিজরী এক বছর পূর্ণ হয়, একদল আলিম বলেন: এতে যাকাত নেই, কিন্তু অধিকাংশ আলিম বলেন: তাতে যাকাত ওয়াজিব, তবে ছোট পশু দিয়েই যাকাত দিবে। এটিই বিশুদ্ধ মত।

১। গরুর ক্ষেত্রে সায়েমাহ হওয়া শর্ত কি না, আহলে ইলমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন।বিশুদ্ধ মতে অন্যান্য পশুর মত গরুরও সায়েমাহ হওয়া জরুরি।

২. উটের ন্যায় গরুর ক্ষেত্রে جُبران তথা ক্ষতিপূরণ নেই, যে গরু ওয়াজিব যদি সেটি তার কাছে না থাকে, ক্রয় করে বা ঋণ করে যেভাবে হোক হাজির করবে কম বা বেশি বয়সী গরু গ্রহণ করা হবে না, তবে মালিক বেশি বয়সের গরু স্বেচ্ছায় দিলে যাকাত উসুলকারীর তা নিতে সমস্যা নেই।

৩. তাবি' অর্থাৎ এক বছরের গরু অথবা মুসিন্নাহ অর্থাৎ দু'বছরের গরু নর-মাদী উভয় গ্রহণ করা বৈধ।

৪. মহিষও এক প্রকার গরু। যদি গরু ও মহিষের মালিক হয় গণনার সময় একটির সাথে অপরটি যোগ করবে, যেমনটি বকরি ও মেষের ক্ষেত্রে যোগ করা হয়, অতঃপর হিজরী এক বছর হলে যাকাত দিবে।

ক্র.	গরুর সংখ্যা	যাকাতের পরিমাণ
১.	১-২৯	যাকাত নেই
২.	৩০-৩৯	১টি তাবি বা তাবিআহ (১ বছরের গরু)
৩.	৪০-৫৯	১টি মুসিন্নাহ (২-বছরের গরু)
৪.	৬০	৬০=(৩০*২)= দু'টি তাবি/তাবিআহ (নর-মাদী)
৫.	৭০	৭০=(৩০+৪০)= ১টি তাবিআহ ও ১টি মুসিন্নাহ
৬.	১০০	১০০=(৩০*২)+৪০= ২টি তাবিআহ ও ১টি মুসিন্নাহ

আলিমদের প্রসিদ্ধ মতে, যৌথ মালিকানা পশুর যাকাতে ভূমিকা রাখে, অর্থাৎ যৌথ মালিকানার কারণে পশুর যাকাত হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, যেমন তিন জন প্রতিবেশী প্রত্যেকে ৪০টি করে বকরির মালিক, সবাই একটি করে বকরি যাকাত দিবে এটিই স্বাভাবিক, অর্থাৎ তিনজন তিনটি বকরি যাকাত দিবে। কিন্তু যাকাত উসুলকারী আসার পর যদি তিনজনের বকরি এক জায়গায় করে পেশ করে ১২০টি বকরি হয়, যার যাকাত মাত্র একটি বকরি। বকরির যাকাতের চার্ট দেখুন। অথবা দু'জন শরীক যৌথভাবে ৪০টি বকরির মালিক, কিন্তু যাকাত উসুলকারী আসার পর যদি তারা ভাগ করে নেয়, একজন ২০টি করে পায়, ফলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না, অথচ তাদের ওপর একটি বকরি ওয়াজিব, যেমন চার্টে বলেছি। যাকাত থেকে নিষ্কৃতির জন্য এরূপ বাহানা করা হারাম। অতএব, পশু যোগ বা ভাগ করার উদ্দেশ্য যদি হয় যাকাত হ্রাস বা রহিত করা, তাহলে এরূপ করা হারাম এবং অভিযুক্তরা শাস্তির উপযুক্ত।

১. কোন কোন ফসলের ওপর যাকাত ওয়াজিব?

হাদীসে যেসব ফসলের নাম উল্লেখ করে যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো চার প্রকার:

ক. الحِنطة বা গম, খ. الشعير বা যব, গ. التمر বা খেজুর, ও ঘ. الزبيب বা কিশমিশ।

এই চার প্রকার ব্যতীত অন্যান্য ফল ও ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে কি না আহলে ইলমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, (আল্লাহ ভালো জানেন) যেসব ফল ও ফসল খাদ্য ও সঞ্চয় করার উপযুক্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব, অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করলে নষ্ট হয় না, যেমন ভুট্টা, চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য। অতএব, শাক-সবজি, জয়তুন ও ফলের ভেতর যাকাত নেই, কাঁচা খেজুর ব্যতীত [কারণ তা সঞ্চয় করা যায়], অনুরূপ আঙ্গুর ব্যতীত। কারণ, আঙ্গুর সঞ্চয় [করা যায়, তা সঞ্চয়] করলে কিশমিশ হয়।

ফল ও ফসলের যাকাতের নিসাব: অধিকাংশ আলিম বলেছেন: ফল ও ফসলের নিসাব পাঁচ ওসাক, যা সাধারণত ৬৪৭ কেজি হয়। লক্ষণীয় যে, এই পরিমাপ করবে শস্য খোসা থেকে পরিস্কার ও ফল শুকানোর পর। উদাহরণত কারও ১০ ওসাক আঙ্গুর আছে, শুকানোর পর যদি পাঁচ ওসাক থেকে কম হয়, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না, কারণ নিসাব পর্যন্ত পৌঁছেনি,

যদি ফল ও ফসল খোসাসহ গুদামজাত করা হয়, বিশুদ্ধ মতে অভিজ্ঞগণ চিন্তা করে বলবেন খোসা থেকে পরিস্কার করা হলে কি পরিমাণ ফসল টিকবে, যদি পাঁচ ওসাক বা তার চেয়ে বেশি টিকে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। ফসলে যাকাতের পরিমাণ:

দশ ভাগের একভাগ ফসল যাকাত দেওয়া ওয়াজিব, অর্থাৎ মোট ফল ও ফসলের ১০% যাকাত দিবে, যদি প্রাকৃতিক সেচ দিয়ে বিনা খরচে ফসল উৎপন্ন হয়, যেমন নদী-খাল ও বৃষ্টির পানির ফসল। অনুরূপ যে গাছগাছালি লম্বা শিকড় দিয়ে দূর থেকে পানি চুষে নেয়, সেচ করার প্রয়োজন হয় না তার হুকুমও এক, যেমন খেজুর গাছ।

ফল ও ফসলের জমি টাকা খরচ করে সেচ করা হয়, যেমন মেশিন দিয়ে সেচ করা হয়, তার ৫% অর্থাৎ এক দশমাংশের অর্ধেক বা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। চার ইমামের মাযহাব এটি, এতে কেউ দ্বিমত করেন নি।

ফল ও ফসলের যাকাত দেওয়ার সময়: বিশুদ্ধ মতে, ফল যখন ব্যবহার উপযোগী হয় ও পেকে যায়, যেমন ফলের আঁটি শক্ত বা খেজুর লাল হয়, তখন তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়, তবে যখন ফসল খোসা থেকে পরিস্কার করবে বা তাতে মেশিন লাগাবে, তখন আদায় করবে, অনুরূপ খেজুর শুকানোর পর তার যাকাত দিবে।

* ফসল নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর মালিক যেভাবে ইচ্ছা তাতে কর্তৃত্ব করতে পারবে, যেমন বেচা ও হেবা করা ইত্যাদি। যদি ফল উপযুক্ত হওয়ার পর মালিক সেখান থেকে বেচে বা কাউকে হেবা করে, বিশুদ্ধ মতে তার যাকাত মালিকের ওপর ওয়াজিব হবে, অর্থাৎ বিক্রেতার ওপর। কারণ, যখন সে ফল/ফসলের মালিক ছিল, তখন যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। এখন চাইলে ফসল কিনে যাকাত দিবে বা সহজতার জন্য টাকাও দিতে পারবে। আর যদি ফল উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বেচে দেয় কিংবা হেবা করে, অতঃপর ক্রেতা কিংবা দান গ্রহীতার কাছে ফল বা ফসল উপযুক্ত হয়, ক্রেতা বা দান গ্রহীতার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি যাকাত পরিমাণ হয়।

জ্ঞাতব্য যে, মালিকের হস্তক্ষেপ বা সীমালঙ্ঘন ছাড়া যদি ফল বা ফসল ধ্বংস হয় তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর মালিক নিজে ধ্বংস করে, তবে তার ওপর থেকে যাকাত মওকুফ হবে না। যদি সে দাবি করে সীমালঙ্ঘন ছাড়া নষ্ট হয়েছে, বিশুদ্ধ মতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, কসম নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম আহমদ বলেছেন: সদকার জন্য কসম গ্রহণ করা যাবে না।

এক ওসাক ৬০ 'সা', তাই ৫ ওসাক ৩০০ 'সা' হয়, অথবা অধিকাংশ আলেমের দৃষ্টিতে ৩০০ 'সা' ৬৫৩ কেজি, যদি এক 'সা'-কে ২১৭৫ গ্রাম ধরা হয়। কেউ এক 'সা'-র পরিমাণ করেছেন ২.৫ কেজি, বা ২৫০০ গ্রাম। সে হিসেবে ৩০০ 'সা' ৭৫০ কেজি হয়, অর্থাৎ ১৮ মন ৩০ কেজি। এক 'সা' এর প্রকৃত হিসেবে আমরা ০০ নং পৃষ্ঠায় করে এসেছি, অর্থাৎ মাঝারি সাইজের মানুষের দুই হাতের চার খাবরি/আঁজলা/অঞ্জলি হচ্ছে এক 'সা'। এই হিসেবে বিভিন্ন শস্যের এক 'সা' এর ওজন কম-বেশী হয়। কারণ চার খাবরি চাউল ও ভুট্টার ওজন এক নয়। কেউ যদি নিজের ফসলের যথাযথ পাঁচ ওসাক দিতে চায়, সে সংশ্লিষ্ট ফসল থেকে চার খাবরি নিয়ে আগে এক 'সা' নির্ণয় করবে, যেই ওজন হবে তার ষাট গুণ এক ওসাক, এভাবে পাঁচ ওসাক হলে যাকাত দিবে। এই নীতি মনে রাখলে ফল ও ফসলের যাকাতের জন্য কারও দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন হবে না, এবং পরিমাপ নিয়ে সংশয়ও থাকবে না।

ফসলের মালিকের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে, চাষি জমির মালিক হোক বা বৈধ চুক্তিতে অপরের জমি চাষ করুক, যেমন ভাড়া বা হেবা অথবা অবৈধভাবে তাতে চাষ করুক যেমন জবরদখল। যদি জমির মালিক ও চাষির মাঝে চাষবাসের চুক্তি হয়, যেমন চুক্তি করল: জমির মালিক জমি দিবে, চাষি চাষ করার যাবতীয় খরচ বহন করবে, যেমন চাষ করা, পানি দেওয়া, কাঁটা ও সংগ্রহ করা ইত্যাদি, তারপর চুক্তি মোতাবেক উভয় ফসল ভাগ করবে। যদি বণ্টন শেষে দু'জনের অংশ যাকাতের নিসাব পরিমাণ না হয় যাকাত ওয়াজিব হবে না, কারণ ফসলের যাকাতে যৌথ মালিকানার প্রভাব নেই, পশুর বিষয়টি ব্যতিক্রম, যেমন পূর্বে বলেছি, এটিই বিশুদ্ধ মত।

২. যে ফল ও ফসলে যাকাত ওয়াজিব হয়, সেই ফল ও ফসল যদি পাঁচ ওসাক হয় যাকাত ওয়াজিব হবে। পাঁচ ওসাক পূর্ণ করার জন্য এক ফসল অপর ফসলের সাথে যোগ করবে না। অতএব, খেজুরের সাথে কিশমিশ কিংবা যবের সাথে গম যোগ করবে না। যখন যেই প্রকার নিসাব পরিমাণ হবে তখন সেই প্রকারের যাকাত দিবে। যদি একই প্রকার ফসল বিভিন্ন জাতের হয়, তখন এক জাত অপর জাতের যোগ করবে, যেমন কাঁচা, আধা পাকা ও পাকা খেজুর, একটি অপরটির সাথে যোগ করে হিসেব করবে।

৩. এক প্রকার ফসল পাঁচ ওসাক হলে যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি মালিক একজন হয় এক বা একাধিক ক্ষেতের ফসল যোগ করবে, ক্ষেতের মধ্যবর্তী দূরত্ব যাই হোক, যদি পাঁচ ওসাক হয় যাকাত দিবে। অনুরূপ কেউ গ্রীষ্মকালে ফসল করেছে, যা নিসাব পরিমাণ হয় নি, আবার বসন্তকালে একই ফসল করেছে, উভয় মৌসুমের ফসল যদি যৌথভাবে নিসাব পরিমাণ হয় এক-দশমাংশ যাকাত দিবে, কারণ বছর এক।

৪. জমি চাষ করতে যে অর্থ ব্যয় হয়, যেমন চাষ করা, ফসল কাটা, সংগ্রহ করা, মেশিন লাগানো, পানির কুপ খনন ও প্রণালি তৈরি করা ইত্যাদি যাকাত থেকে নিবে কি না?

আহলে ইলমদের বিশুদ্ধ মাযহাব, -অধিকাংশ আলিমও বলেছেন- যদি চাষি চাষ করার জন্য ঋণ করে, তাহলে ঋণের পরিমাণ যাকাত থেকে পরিশোধ করবে। চাষি যদি নিজ থেকে খরচ করে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, চাষের খরচ যাকাত থেকে নিবে না। এটি একটি বিষয়।

ইমাম খাত্তাবী রহ. বলেছেন: ''চাষি যদি নির্দিষ্ট খরচ দিয়ে কুপ খনন ও নালা-প্রণালা তৈরি করে, অতঃপর তা নষ্ট হয় ও পানি কমে যায় এবং পুনরায় নতুন খরচে কুপ খনন করা জরুরি হয়, তবে চাষি এক-দশমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। এটি মালিকের প্রতি এক প্রকার সহানুভূতি।

৫. ফসল সংগ্রহ ও মাপার সময় চাষি, চাষির পরিবার ও চতুষ্পদ জন্তু যা খায় বা দুর্বলরা নেয় বা কাটার সময় সদকা করে সেগুলো চাষির থেকে গুনবে না।

৬. ইবন কুদামাহ রহ. বলেছেন: যদি টাকার বিনিময়ে সেচ করে বছরের প্রথম অর্ধেকে একটি ফসল তুলে, যা নিসাব পরিমাণ নয়। অতঃপর বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বিনা খরচে একই ফসল করে এবং দুই বারের ফসল যৌথভাবে নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। যাকাতের পরিমাণ: এক-দশমাংশের তিন চতুর্থাংশ।অর্থাৎ মোট ফসলের ৭.৫% যাকাত দিবে।

৭. কারও দু'টি বাগান একটি অর্থ দিয়ে অপরটি অর্থ ছাড়া সেচ করে, নিসাব হিসেব করার সময় দুই বাগানের ফসল যোগ করবে, অতঃপর যে বাগান বিনা অর্থে সেচ করে তার এক-দশমাংশ যাকাত দিবে, অর্থাৎ ফসলের ১০%, আর যে বাগান অর্থ দিয়ে সেচ করে তার এক দশমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে, যা মোট ফসলের ৫%।

৮. এক ফসলে যখন একবার উশর তথা এক-দশমাংশ যাকাত ওয়াজিব হয়, সেই ফসলে দ্বিতীয়বার উশর ওয়াজিব হবে না, তার ওপর দিয়ে যত বছর অতিক্রম করুক, তার উদাহরণ: জনৈক চাষির এক বছর থেকেও অধিক সময় ধরে একটি ফসল আছে, যার যাকাত সে একবার দিয়েছে, কিন্তু তার নিসাব কমে নি, দ্বিতীয়বার এই ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে না, তবে ফসলের কোনো অংশ যদি ব্যবসার জন্য নির্ধারিত করে, সে অংশ ব্যবসায়ী পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। তার ওপর বছর পূর্ণ হলে ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে যাকাত দিবে,

৯. ইবন উসাইমীন রহ. বলেন: ''কাউকে বলা হল, এই ক্ষেতের ফসল তুলো, বিনিময়ে তুমি এক তৃতীয়াংশ নিবে, আর তোমার মালিক নিবে দুই-তৃতীয়াংশ। যদি এই শর্তে সে ফসল তোলে তার এক-তৃতীয়াংশে যাকাত ওয়াজিব হবে না, যদিও তা পাঁচ ওসাক অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ হয়। কারণ, যখন যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তখন সে ফসলের মালিক ছিল না, মালিক হয়েছে ফসল তোলার পর।

**** একশ' কেজির একদশমাংস ১০ কেজি, এই ১০ কেজির তিন চতুর্থাংশ ৭.৫ কেজি। অতএব এরূপ ফসল থেকে একশ' কেজি থেকে ৭.৫ কেজি যাকাত দিবে।

রমযান মাসে পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা

আলহামদু লিল্লাহ।.

যাকাত অবিলম্বে পরিশোধ করা ওয়াজিব; যদি সম্পদ নেসাব পরিমাণ পৌঁছে এবং নেসাবের এক বছর পূর্ণ হয়। কেউ যদি কোন ওজর ছাড়া বিলম্ব করেন তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন। আর যদি কোন ওজরের কারণে বিলম্ব করেন; যেমন- গরীব কাউকে না পাওয়া; তাহলে অসুবিধা নেই।
ইমাম নববী বলেন: "যাকাত ওয়াজিব হলে ও পরিশোধ করার সক্ষমতা অর্জিত হলে অবিলম্বে যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজিব; বিলম্ব করা নাজায়েয। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন: ইমাম মালেক, আহমাদ ও জমহুর আলেম। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী: 'যাকাত দাও'। নির্দেশসূচক ক্রিয়া "অবিলম্বে" পালন করার নির্দেশ করে।"[শারহুল মুহায্যাব (৫/৩০৮) সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে (৯/৩৯৮) এসেছে:
"যদি যাকাত পরিশোধ করার সময় 'জুমাদাল উলা' মাসে পড়ে সেক্ষেত্রে কোন ওজর ছাড়া আমরা যাকাত কি বিলম্ব করে রমযান মাসে পরিশোধ করতে পারব?

জবাব: বছর পূর্ণ হওয়ার পর কোন শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত যাকাত পরিশোধে বিলম্ব করা জায়েয নেই; যেমন বর্ষপূর্তির সময় কোন গরীব না পাওয়া এবং তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভবপর না হওয়া কিংবা সম্পদ অনুপস্থিত থাকা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, রমযান মাসের জন্য যাকাত বিলম্বে পরিশোধ করা জায়েয নয়। তবে যদি সামান্য কিছু সময় হয় তাহলে দেরী করা জায়েয হবে। উদাহরণতঃ বর্ষপূর্তি হয়েছে শাবান মাসের শেষার্ধে তাহলে রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করতে কোন অসুবিধা নেই।"['আল-লাজনা আদ্‌দায়িমা লিল-বুহুছ আল-ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা' থেকে সমাপ্ত]

আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন বায, আব্দুল্লাহ্‌ কুয়ূদ, আব্দুল্লাহ্‌ বিন গুদইয়ান।
শাইখ উছাইমীনকে যাকাত আদায়ে রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন: যাকাত অন্যান্য নেক আমলের মত উত্তম সময়ে হলে উত্তম। তবে, কারো উপর যাকাত যখনই ফরয হয় এবং বর্ষ পূর্ণ হয় তখনই যাকাত পরিশোধ করা এবং দেরী না করা ওয়াজিব। উদাহরণতঃ কারো বর্ষপূর্তি যদি রজব মাসে হয় তাহলে সে রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করবে না; বরং রজব মাসেই পরিশোধ করে দিবে। যদি কারো যাকাতের বর্ষ মুহাররম মাসে পূর্ণ হয় তাহলে মুহররম মাসে পরিশোধ করে দিবে; রমযান পর্যন্ত দেরী করবে না। আর কারো যাকাতের বর্ষ যদি রমযান মাসে পূর্ণ হয় তাহলে সে রমযান মাসেই যাকাত আদায় করবে। যদি মুসলমানদের মাঝে অভাব দেখা দেয় এবং কেউ তার যাকাত বর্ষপূর্তির আগেই পরিশোধ করতে চান তাতে কোন অসুবিধা নেই।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৮/২৯৫)]

মায়ের অলংকার ও মেয়ের অলংকার একসাথে করে কি যাকাত দিতে হবে

টাকার সাথে সংযোগ করা হবে, মহিলাদের ব্যবহারিক স্বর্ণ ও রূপা, যদিও তা ব্যবহারের জন্য হয়ে থাকে। আলেমদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মহিলাদের ব্যবহারিক স্বর্ণ বা চাঁদি যদি নিসাব পরিমাণ পৌঁছে থাকে এবং তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হয়, তাতে যাকাত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর ব্যাপকতাই এর প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“সোনা রূপার মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন এ ধন সম্পদকে তার শাস্তির জন্য আগুনের পাত বানানো হবে”।সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত, একজন মহিলার হাতে স্বর্ণের দু’টি চুড়ি দেখে তিনি বললেন,

“তুমি কি এর যাকাত আদায় কর? সে বলল, না, তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, কিয়ামতের দিন আগুনের দু’টি চুড়ি তোমাকে পরিয়ে দেওয়া হোক? এরপর তিনি চুড়ি দু’টি খুলে ফেললেন এবং রাসূলের দরবারে ফেলে দিয়ে বললেন, এ দু’টি চুড়ি আল্লাহ জন্য এবং তার রাসূলের জন্য।আবূ দাউদ,১৫৬৩; নাসাঈ ২৪৭৯

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, স্বর্ণের কিছু অলংকার তিনি ব্যবহার করতেন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এগুলো কি গচ্ছিত সম্পদ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, «“ «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

যে সম্পদ যাকাতের নিসাব পরিমাণ পৌঁছার পর তার যাকাত আদায় করা হয়, তা গচ্ছিত সম্পদ নয়”।আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৬৪। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

‘একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান এবং বলেন, হে আয়েশা! এটা কি? আমি বললাম, হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য তা তৈরী করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল। তিনি বললেন, তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।আবূদাউদ হা/১৫৬৫, সনদ ছহীহ।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘ بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ لاَ অলংকার পরিধানে কোন সমস্যা নেই, যদি তার যাকাত দেওয়া হয়’।দারাকুত্বনী ২/১০৭ পৃঃ; বায়হাক্বী ৪/১৩৯ পৃঃ; সনদ হাসান।

স্ত্রী এবং কন্যার সম্পদ পৃথক হ’লে এবং নিছাব পরিমাণ হ’লে তারা পৃথকভাবেই যাকাত দিবে। একত্রিত করে যাকাত দেওয়ার কোন বিধান শরী‘আতে নেই (আবুদাউদ ১৫৭৩, ৭৪, ৭৯, ৮০; মিশকাত হা/১৭৯৯)। তবে স্ত্রী, কন্যা ও নিজের সম্পদ যদি একত্রিত থাকে তাহ’লে এক সঙ্গে মিলিয়ে যাকাত দিবে।

মাস’আলা

যদি আমার কাছে যথেষ্ট স্বর্ণ থাকে এবং সেই স্বর্ণের উপর যাকাত ফরয হয়; কিন্তু এক বছর পূর্ণ না হয়। বছর যখন পূর্ণ হয় তখন স্বর্ণের ওজন আরও বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ কি বছরের শুরুতে যে ওজন ছিল সেটার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে; নাকি বছরের শেষে যে নতুন ওজন হয়েছে সেটার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে ব্যক্তির কাছে নিসাব পরিমান স্বর্ণ রয়েছে এরপর বছরের মাঝখানে নতুন স্বর্ণ ক্রয় করে কিংবা হাদিয়া পায় কিংবা অন্য কোনভাবে পায় সেক্ষেত্রে সে নতুন স্বর্ণের জন্য আলাদা বছর হিসাব করবে; যেদিন কিনেছে কিংবা হাদিয়া পেয়েছে সেদিন থেকে।

এর আলোকে সে ব্যক্তি পুরাতন স্বর্ণের বর্ষপুর্তি হলে সেটার যাকাত আদায় করবে এবং নতুন স্বর্ণ যে দিন থেকে তার মালিকানায় এসেছে সে দিন থেকে হিসাব করে যখন বর্ষপুর্তি হবে তখন সেটার যাকাত আদায় করবে।

আর যদি তিনি চান পুরাতন স্বর্ণের বর্ষপুর্তি হলে সকল স্বর্ণের যাকাত একত্রে আদায় করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি নতুন স্বর্ণের যাকাত বর্ষপুর্তির আগেই দিয়ে দিলেন। এভাবে দেয়া জায়েয আছে। এটাকে অগ্রিম যাকাত পরিশোধ বলা হয়।

শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি কেউ নতুন স্বর্ণ খরিদ করে এবং পূর্ব থেকে থাকা স্বর্ণ যেটার উপর যাকাত ফরয হয়েছে সেটার সাথে এটাকে যোগ করে?

জবাবে তিনি বলেন: যদি বছরের মাঝখানে স্বর্ণ খরিদ করে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সে স্বর্ণকে আগের স্বর্ণের সাথে মিশাবে না। বরং এই স্বর্ণের আলাদা বর্ষ গণনা করবে। আর চাইলে আগের স্বর্ণের সাথেও মিলিয়ে ফেলতে পারেন এবং উভয় স্বর্ণের যাকাত একই সময়ে আদায় করে দিতে পারেন। তাতেও কোন অসুবিধা নাই। সেক্ষেত্রে এই স্বর্ণের যাকাত অগ্রিম প্রদান করা হল।

প্রশ্নকারী: যদি নতুন স্বর্ণ নিসাবের চেয়ে কম হয়?

শাইখ: যেটা খরিদ করা হয়েছে সেটা যদি নিসাবের চেয়েও কম হয় সেটাকে আগের স্বর্ণের সাথে মিলিয়ে নিসাব হিসাব করবে। আর বর্ষ গণনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির বর্ষ আলাদাভাবে হিসাব করবে; যদি না উভয় স্বর্ণের যাকাত একত্রে একই সময়ে পরিশোধ করতে না চায়।[লিকাউল বাব আল-মাফতুহ থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

যাকাত এর ব্যাপারে মাস’আলা- আত্মীয় স্বজনকে যাকাত দেয়া যাবে কি?

১. স্ত্রী যদি ধনী হয় এবং তার নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, সে কি ফকীর স্বামীকে যাকাত দিবে?

উত্তর: হ্যাঁ, স্ত্রীর জন্য তার গরীব স্বামীকে সদকা দেওয়া বৈধ, সেটি যাকাতের ন্যায় ওয়াজিব সদকা হোক বা নফল সদকা। আলিমদের এটিই বিশুদ্ধ মত, বরং স্বামীকে সদকা দেওয়া অপরকে সদকা দেওয়া অপেক্ষা উত্তম, কারণ সে দু’টি সাওয়াব পাবে: আত্মীয়তা রক্ষা ও সদকার সাওয়াব।

২. পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীকে যাকাত দেওয়ার বিধান: নিজের স্ত্রীকে স্বামীর যাকাত দেওয়া বৈধ নয়, যদিও সে গরীব হয়। কারণ, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর, তাই স্বামীর কারণে স্ত্রী যাকাতের মুখাপেক্ষী নয়। অনুরূপ স্ত্রীর মতই পিতা-মাতা, সন্তান, দাদা-দাদী ও নাতি-নাতনি, তারা ফকীর হলেও তাদের যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। তারা যদি ঋণী অথবা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ অথবা মুসাফির হয় তাদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ, তারা তখন যাকাতের হকদার অন্য কারণে, আত্মীয়তা তাতে বাঁধ সাধবে না। কারণ, তাদেরকে যুদ্ধে পাঠানোর ব্যবস্থা করা তার ওপর জরুরি নয় অথবা তাদের ঋণ পরিশোধ করা কিংবা তাদের অন্যান্য খরচ বহন করা তার দায়িত্ব নয়। তার দায়িত্ব শুধু তাদের ভরণ-পোষণ করা, যথা অর্থনৈতিক সামর্থ্য মোতাবেক খাবার, বাসস্থান ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ ٧﴾ [الطلاق: 7]

“আল্লাহ কাউকে যা দিয়েছেন সেটার আওতার বাইরে দায়িত্ব দেন না”। [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৭]

এ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় যেমন ভাই, বোন, চাচা, মামা এবং বিবাহিত ছেলে, যার সংসার পিতার সংসার থেকে পৃথক, যদি তাদের উপার্জন তাদের নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য যথেষ্ট না হয় তাদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ। অনুরূপ যার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার ওপর রয়েছে সে যদি যাকাতের আট খাত থেকে কোনও এক-খাতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ, কারণ সে যাকাতের হকদার, বরং অন্যদের অপেক্ষা তাকে যাকাত দেওয়া উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«صدقة ذي الرَحِم على ذي الرَحِم: صدقة وَصِلَة».

“আত্মীয়ের জন্য আত্মীয়ের সদকা: সদকা ও আত্মীয়তার সুরক্ষা দু’টি”।সহীহুল জামে‘ হাদীস নং ৩৭৬৩।

সম্পদের যাকাত কি নিসাব পরিমাণ হওয়া থেকে হিসাব করা হবে? নাকি বছর ফুর্তি থেকে হিসাব করা হবে? যদি নিসাব পরিমাণ হওয়ার সময় সম্পদের পরিমাণ হয় ১০,০০০ এবং বছর ফুর্তির পর হয় ৫০,০০০ তাহলে কোন অংকটির উপর যাকাত হিসাব করতে হবে?

উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক: নগদ অর্থের যাকাত ফরজ হয় দুইটি কারণে

১. নগদ অর্থ নিসাব পরিমাণ হওয়া।

২. নিসাব পরিমাণ অর্থের বছর ফুর্তি হওয়া।

অতএব, সঞ্চিত অর্থ যদি নিসাবের চেয়ে কম হয় তাহলে যাকাত ফরজ হবে না। যদি সঞ্চিত অর্থ নিসাব পরিমাণ হয় এবং নিসাব পরিমাণ অর্থের এক বছর ফুর্তি হয় অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ এক চন্দ্র বছর (হিজরী সাল) অতিবাহিত হয় তখন যাকাত ফরজ হবে। নিসাবের পরিমাণ হচ্ছে- ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ ও ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য। মোট অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ (২.৫%) যাকাত দেয়া ফরজ। দুই:

যদি কারো কাছে নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকে; ধরে নিই সেটা ১০০০; আর বছর শেষে তার অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০০০ তে; তাহলে সে কিভাবে যাকাত আদায় করবে? এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজন:

১- এই অতিরিক্ত অর্থ যদি মূল অর্থের মাধ্যমে অর্জিত হয় যেমন- মূল এক হাজার যদি বিনিয়োগ করার মাধ্যমে লাভ হয় চার হাজার তাহলে বছর শেষে সর্বমোট অর্থের যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা বিধি হচ্ছে- লাভ পুঁজির বিধানের অনুগত।

২- যদি এই অর্থ মূল অর্থের মাধ্যমে অর্জিত না হয়; অন্য কোন মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে যেমন- উত্তরাধিকার, উপঢৌকন, কোন কিছু বিক্রি ইত্যাদি তাহলে এ সম্পদের আলাদা বছর হিসাব করা হবে। যেদিন এই অতিরিক্ত সম্পদ মালিকানায় এসেছে সেদিন থেকে বছর গণনা শুরু হবে। আর যদি মূল এক হাজারের সাথে যাকাত আদায় করে দিতে চায় সেটাও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি এ অতিরিক্ত অর্থের যাকাত ফরজ হওয়ার আগেই অগ্রিম আদায় করে দিলেন। এতেও কোন অসুবিধা নেই।

৩- কারো ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত অর্থ ক্রমান্বয়ে অর্জিত হয়ে থাকতে পারে। যেমন আপনি মাসিক বেতন থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করলেন। যেমন একমাসে ৫০০ সঞ্চয় করলেন, অন্য মাসে ১০০০ সঞ্চয় করলেন, এভাবে বছর শেষে ৪০০০ হল। তাহলে আপনার এই সুযোগ আছে যে, মূল এক হাজারের যাকাত আদায়ের সময় অতিরিক্ত অর্জিত অর্থের যাকাতও আদায় করে দিবেন। সেক্ষেত্রে আপনি অতিরিক্ত অর্জিত অর্থের যাকাত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আদায় করে দিলেন। আর ইচ্ছা করলে আপনি প্রত্যেকবার অর্জিত সম্পদের আলাদা বছর হিসাব করতে পারেন। তবে এভাবে হিসাব রাখাটা একটু কঠিন। কারণ এক্ষেত্রে আপনাকে এক বছরে কয়েকবার যাকাত আদায় করতে হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন। সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

মৃত ব্যক্তির ঋণ কি যাকাত থেকে পরিশোধ করা যাবে?

ইবনু আবদুল বার্ ও আবু উবাইদা বলেন, বিদ্বানদের এজমা বা ঐকমত্য হচ্ছে, কোন সম্পদ রেখে যায়নি এমন অভাবী ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির ঋণ যাকাত দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কিন্তু আসলে বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। অবশ্য অধিকাংশ আলেম বলে থাকেন, যাকাত দ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করা যাবে না। কেননা মৃত ব্যক্তি তো আখেরাতে পাড়ি জমিয়েছে। ঋণের কারণে জীবিত ব্যক্তি যে ধরণের লাঞ্ছনা ও অবমাননার স্বীকার হয় মৃত ব্যক্তি এরূপ হয় না। তাছাড়া নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃতের ঋণ যাকাত থেকে আদায় করতেন না; বরং গনীমতের সম্পদ থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করতেন। এথেকে বুঝা যায় যাকাত থেকে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা বিশুদ্ধ নয়।

বলা হয়, মৃত ব্যক্তি যদি পরিশোধ করার নিয়ত রেখে ঋণ করে থাকে, তবে আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দিবেন। কিন্তু গ্রহণ করার সময় পরিশোধের নিয়ত না থাকলে, অপরাধী হিসেবে তার জিম্মায় উহা অবশিষ্ট থাকবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে তা পরিশোধ করবে। আমার মতে এই মতটিই অধিক পছন্দনীয় যাকাত থেকে তার ঋণ পরিশোধ করার মতের চেয়ে।

এমনও বলা হয়, প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে জীবিত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। জীবিত লোকদের অভাব, ঋণ, জিহাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যদি যাকাতের অধিক প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে তাদের বিষয়টি অগ্রগণ্য। কিন্তু তাদের এধরণের কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকলে, সহায়-সম্বলহীন মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ঋণ যাকাত দ্বারা পরিশোধ করতে কোন অসুবিধা নেই। সম্ভবতঃ এটি মধ্যমপন্থী মত।

ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম যাকাত শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

প্রদত্ত ঋণের যাকাত আদায় করার বিধান কি?

সম্পদ যদি ঋণ হিসেবে অন্যের কাছে থাকে, তবে ফিরিয়ে না পাওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত আবশ্যক নয়। কেননা উহা তার হাতে নেই। কিন্তু ঋনগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সম্পদশালী লোক হয়, তবে প্রতি বছর তাকে (ঋণ দাতাকে) যাকাত বের করতে হবে। নিজের অন্যান্য সম্পদের সাথে তার যাকাত আদায় করে দিলে যিম্মামুক্ত হয়ে যাবে। অন্যথা উহা ফেরত পাওয়ার পর হিসেব করে বিগত প্রত্যেক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা উহা সম্পদশালী লোকের হাতে ছিল। আর তা তলব করাও সম্ভব ছিল। সুতরাং ঋণদাতার ইচ্ছাতেই চাইতে দেরী করা হয়েছে।

কিন্তু ঋণ যদি অভাবী লোকের হাতে থাকে। অথবা এমন ধনী লোকের হাতে যার নিকট থেকে উদ্ধার করা কষ্টকর, তবে তার উপর প্রতি বছর যাকাত আবশ্যক হবে না। কেননা উহা হাতে পাওয়া তার জন্য অসম্ভব। কেননা আল্লাহ্ বলেনঃ

]]وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[[

“যদি অভাবী হয় তবে তাকে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিবে।” (সূরা বাক্বারাঃ ২৮০) অতএব তার জন্য সম্ভব নয় এসম্পদ পূণরুদ্ধার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। কিন্তু পূণরুদ্ধার করতে পারলে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেন, তখন থেকে নতুন করে বছর গণনা শুরু করবে। আবার কেউ বলেন, বিগত এক বছরের যাকাত বের করবে। এবং পরবর্তী বছর আসলে আবার যাকাত আদায় করবে। এটাই অত্যধিক সতর্ক অভিমত।
ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম যাকাত শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

আমরা করোনা মহামারীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমরা জানি না যে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে? কাজকর্মের অফিসগুলোসহ সবকিছু বন্ধ। এর মানে হলো উপার্জন অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের খাদ্য অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় যাকাত কি ওয়াজিব?

উত্তর আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক এবং এ মালিকানার এক বর্ষ পূর্তি হয়েছে তার উপর অবিলম্বে যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজিব (ফরয)।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: "যাকাত ওয়াজিব হলে ও পরিশোধ করতে সক্ষম হলে অবিলম্বে যাকাত পরিশোধ করা ওয়াজিব; বিলম্ব করা জায়েয নয়। এটা ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ও অধিকাংশ আলেমের অভিমত। যেহেতু আল্লাহ্ বলেন: "তোমরা যাকাত প্রদান কর।" কারণ নির্দেশ তাৎক্ষণিকতার প্রমাণ বহন করে।"[আল-মাজমু (৫/৩০৮) থেকে সমাপ্ত]

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা গ্রন্থে (২৩/২৯৪) এসেছে:

"অধিকাংশ আলেম (শাফেয়ি, হাম্বলি আলেমগণ ও হানাফি মাযহাবের ফতোয়াপ্রদত্ত অভিমত)-এর মতে যাকাত যখনই ফরয হবে তখনই অবিলম্বে সেটি আদায় করা ফরয; যদি আদায় করার সক্ষমতা থাকে এবং কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে।

তারা দলিল দেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন যাকাত প্রদানের ওজুব (আবশ্যকতা) সাব্যস্ত হল তখন মুকাল্লাফ (শরয়ি-ভারপ্রাপ্ত)-এর উপর নির্দেশটি আরোপিত হল। আর তাদের মতে, সাধারণ নির্দেশ তাৎক্ষণিকতার দাবী করে। এবং যেহেতু বিলম্ব করাটা যদি জায়েয হয় তাহলে সীমাহীন কাল অবধি বিলম্ব করা জায়েয হয়ে যায়। ফলে যে ব্যক্তি নির্দেশটি পালন করল না তার শাস্তির বিষয়টি নাকচ হয়ে যায়। এবং যেহেতু গরীবদের প্রয়োজন নগদে, আর যাকাতের উপর তাদের অধিকার সাব্যস্ত। তাই বিলম্বে পরিশোধ করা মানে তাদেরকে প্রাপ্যসময়ে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।"[সমাপ্ত]

শাইখ বিন বায (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "আমি একজন চাকুরীজীবী যুবক। আমার মাসিক আয় সীমিত। এ আয় থেকে আমার যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকু গ্রহণ করি; বাকীটুকু ব্যাংকে রাখি। যাতে করে একটা এমাউন্ট জমা হলে আমি সেটা দিয়ে একখণ্ড জমি ক্রয় করতে পারি, যেখানে আমি একটা বাড়ী বানিয়ে বিয়ে করলে সেখানে থাকব। কার্যতঃ আমার কাছে পঞ্চান্ন হাজার রিয়াল জমা হয়েছে...। প্রশ্ন হল: এ তিন বছরে আমার উপরে কি যাকাত ফরয হয়েছে? কেননা আমি শুনেছি যে ব্যক্তি বিয়ে করার জন্য কিংবা বসত বাড়ী নির্মাণের জন্য অর্থ জমা করে তার উপর যাকাত নেই? জবাবে তিনি বলেন: এটি ভুল। সঠিক হল তার উপর যাকাত ওয়াজিব; যদি সে বিয়ে করার জন্য কিংবা বাড়ী করার জন্য কিংবা ঋণ পরিশোধ করার জন্য অর্থ জমা করে এবং সঞ্চিত অর্থের বর্ষপূর্তি হয়। আপনি যদি আপনার বেতন থেকে কিংবা জমি বিক্রির অর্থ থেকে ব্যাংকে কিংবা অন্য কোথাও অর্থ জমা করে বাড়ী বানানোর অপেক্ষায় থাকেন কিংবা অন্য জমি কেনার অপেক্ষায় থাকেন কিংবা বিয়ে বা অন্য কিছুর অপেক্ষায় থাকেন এবং সঞ্চিত সম্পদের বর্ষপূর্তি হয় তাহলে আপনার উপর যাকাত ওয়াজিব। প্রত্যেক নগদ অর্থের বর্ষপূর্তি হলেই এর যাকাত পরিশোধ করা আপনার উপর ওয়াজিব।"[http://www.binbaz.org.sa/mat/13601 থেকে সমাপ্ত]

I participated in a retirement pension scheme. Is zakaah due on the pension?.

Answer
Praise be to Allah.

We have discussed the ruling on participating in retirement pension schemes, and we stated that participation in these schemes inevitably involves either dealing with a non-governmental organization, in which case it is a kind of gambling, because the person does not know whether he will take more than he paid or less than he paid, which is the essence of gambling, or it involves participating in a government pension scheme, which may not come under the same ruling because the government or bayt al-maal is responsible for spending on the people if they are in need.

For more information please see the answer to question no. 42567.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) was asked about retirement pensions – is zakaah due on the payments? He replied: We think that no zakaah is due on the money that deducted from the salary for the pension, because the person can only withdraw it if he meets certain conditions, so it is like a debt that is owed by one who is in financial difficulty, and there is no zakaah on debt that is owed by one who is in financial difficulty. But if he takes possession of it, then in order to be on the safe side he should pay zakaah for one year on it. There is nothing wrong with taking it because it is in return for what the state took of his earnings and saved it for him until it was needed. End quote.

Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen (18/174).

And Allaah knows best.

ফিতরা বা যাকাতুল ফিতর

ঈদের রাত ও ঈদের দিনে যার কাছে তার নিজের ও তার দায়িত্বে যাদের পোষণ অর্পিত তাদের খাদ্যের অতিরিক্ত এক সা' বা তদুর্ধ পরিমাণ খাবার থাকে তার উপর সদাকাতুল ফিতর ফরয। দলিল হচ্ছে এ বিষয়ে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদিস তিনি বলেন: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক স্বাধীন-ক্রীতদাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় মুসলমানের উপর যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা ফরজ করেছেন: এক সা' পরিমাণ খেজুর কিংবা যব। মানুষ ঈদের নামাযে বের হওয়ার পূর্বেই তিনি তা আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম, ভাষ্যটি সহিহ বুখারীর]

আরেকটি দলিল হচ্ছে- আবু সা'ঈদ আলখুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: "আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে যাকাতুল ফিতর (ফিতরা) হিসেবে এক সা' খাদ্যদ্রব্য অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' কিসমিস অথবা এক সা' পনির প্রদান করতাম।"[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম]

দেশীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করলেও জায়েয হবে; যেমন- চাল বা এ জাতীয় অন্য কিছু।

এখানে সা' বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সা'। উক্ত সা' এর পরিমাণ ছিল- একজন সাধারণ গড়নের মানুষের দুই হাতভর্তি চার কোষ।

ফিতরার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে- এক স্বা' খাদ্য প্রদান করা। যে স্বা' বা পাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহার করেছেন সে স্বা অনুযায়ী। সাধারণমাপের দুই হাতের পরিপূর্ণ চার মুষ্ঠি এক স্বাকে পূর্ণ করে।

মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে এর পরিমাণ প্রায় ৩ কিলোগ্রাম। যদি কোন মুসলিম চাউল বা দেশীয় কোন খাদ্যদ্রব্যের এক স্বা' দিয়ে ফিতরা আদায় করেন তবে তা জায়েয হবে; যদিওবা সে খাদ্যের কথা এই হাদিসে সরাসরি উল্লেখ না করা হয়ে থাকে? এটাই আলেমগণের দুইটি মতের মধ্যে বেশি শক্তিশালী। আর মেট্রিক পদ্ধতির ওজনের হিসাবে প্রায় ৩ কিলোগ্রাম দিলেও চলবে।

যদি কেউ যাকাতুল ফিতর আদায় না করে সে গুনাহগার হবে এবং কাযা আদায় করা তার উপর ফরজ হবে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি আপনাকে তাওফিক দিন, আমাদেরকে ও আপনাদেরকে নেক কথা ও কাজ করার সামর্থ্য দেন।আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সূত্র: গবেষণা ও ফতোয়াবিষয়ক স্থায়ীকমিটি (৩/৩৬৪)

ফিতরা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয: এক 'স্বা' করে তাদের পক্ষ থেকে পরিশোধ করা যাদের খরচ বহন করা তার উপর আবশ্যক; যদি সেটা নিজের ও পোষ্যদের ঈদের দিন ও রাতের খাদ্যের অতিরিক্ত হিসেবে তার কাছে থাকে।

ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের নির্দিষ্ট নেসাব শর্ত নয়, বছর পূর্তি শর্ত নয়, যাকাতের ক্ষেত্রে আরও যে সব শর্ত প্রযোজ্য সেগুলোও শর্ত নয়।

ফিতরার সাথে ব্যক্তি যা কিছুর মালিক যেমন- অর্থকড়ি, স্থাবর সম্পত্তি বা গাড়ী এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ফিতরা ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে ও যাদের পোষণ করা আবশ্যক তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে থাকে।

সাওমের ফিদইয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এক :

মালেকী,শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাবের জমহুর (অধিকাংশ) আলেমের মতানুযায়ী অর্থদানের মাধ্যমে রোযার ফিদিয়া আদায় যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াজিব হল খাদ্যদানের মাধ্যমে রোযার ফিদিয়া আদায় করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন:“আর যাদের জন্য তা (সিয়াম পালন) কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।”[সূরা বাক্বারাহ, ২ :১৮৪] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ আয়াতের তাফসিরে বলেছেন: "আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে- অশীতিপর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাযারা রোযা পালনে অক্ষম। তাঁরাউভয়ে প্রতিদিনের বদলেএকজন মিসকীন খাওয়াবেন।"[এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি (৪৫০৫)]

’ফাতাওয়াল লাজনাদ্ দায়িমা (১০/১৯৮) তে এসেছে: “যখন ডাক্তারগণ এই সিদ্ধান্ত দেন যে আক্রান্ত রোগের কারণে আপনি রোযা পালন করতে পারবেন না এবং এ রোগ থেকে সুস্থতাও আশা করা যায় না তখন আপনাকে বিগত ও আগত মাসগুলোর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে, যার পরিমাণ হল দেশীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন খেজুর বা অন্য কোন খাদ্যের অর্ধ স্বা’। আপনি যদি ছুটে যাওয়া দিনগুলোর সম সংখ্যক দিন একজন মিসকীনকে রাতের বা দুপুরের খাবার খাইয়ে থাকেন তবে তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু অর্থদানের মাধ্যমে ফিদিয়া দিলে সেটা যথেষ্ট হবে না।”সমাপ্ত।

অতএব বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি অথবা এমন রোগী যার সুস্থতা আশা করা যায় না তারা প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াবেন।এর পরিমাণ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য যেমন গম, খেজুর, অথবা চাল ইত্যাদি এর অর্ধ স্বা’। অর্ধ স্বা প্রায় ১.৫ কিঃগ্রাঃ এর সমান। [দেখুন- ফাতাওয়া রমজান, পৃষ্ঠা- ৫৪৫]

তিনি চাইলে পুরো মাসের ফিদিয়া মাস শেষে একসাথেও আদায় করতে পারেন। যেমন ধরুন একমাসের ফিদিয়া হবে- ৪৫ কিলোগ্রাম চাল। তিনি যদি রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে মিসকীনদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ান সেটা আরো ভাল। কারণ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনটি করতেন।

দুই: আপনারা যদি কোন আলেমের ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে অর্থের দ্বারা ফিদিয়া আদায় করে থাকেন তবে এ ফিদিয়া পুনরায় আদায় করতে হবে না।আর যদি আপনারা কাউকে জিজ্ঞেস না করে নিজেরাই তা করে থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে পুনরায় খাদ্যের মাধ্যমে ফিদিয়া আদায় করা। এটি অধিকতর সতকর্তা অবলম্বিত ফতোয়া এবং আপনাদের বাবার দায়মুক্তির ক্ষেত্রে অধিক নিরাপদ। আল্লাহ্ আপনাদের বাবাকে রহম করুন ও তাঁকে ক্ষমা করে দিন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফিদইয়া প্রাপ্ত মিসকীনের বালেগ হওয়া শর্ত নয়।
বরং সকল ইমামের ইত্তিফাক্ব (ঐক্যমত্য) অনুসারে যে ছোট শিশু খাবার খেতে পারে তাকেও ফিদিয়া দেয়া যাবে। শুধু দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ফিদিয়া দেয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। অধিকাংশ আলেমগণ (ইমাম আবু হানীফা,ইমাম আশ-শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ)সেটাও জায়েয বলেছেন। কারণ দুগ্ধপোষ্য শিশু মিসকীন বিধায় সাধারণভাবে সেও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) এর কথা থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ফিদিয়া দেয়া যাবে না। যেহেতু তিনি বলেছেন: "দুধ ছাড়ানো হয়েছে এমন শিশুকে ফিদিয়া দেয়া যাবে।" তাঁর এ মতটি গ্রহণ করেছেন ইবনে ক্বুদামা রাহিমাহুল্লাহ। [দেখুন আলমূগনী (১৩/৫০৮), আলইনস্বাফ(২৩/৩৪২) ও আলমাওসূআআলফিক্বহিয়্যাহ(৩৫/১০১-১০৩)]
মিসকীনের সন্তানসন্ততি, স্ত্রী ও পরিবারবর্গ যাদের ভরণপোষণ দেয়া তার উপর ওয়াজিব তারাও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে- যদি তারা তাদের যতটুকু প্রয়োজন সেটা না পায় এবং এই মিসকীন ব্যতীত তাদের জন্য খরচ করার আর কেউ না থাকে।তাই তো কোন মিসকীনকে যাকাতের সম্পদ থেকে ততটুকু দেয়া হয় যা তার নিজের জন্য ও তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়।
আর রাউদুল মুরবি(৩/৩১১) গ্রন্থে রয়েছে :"দুই শ্রেণী (অর্থাৎ ফকীর ও মিসকীন) কে ততটুকু পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যতটুকু তাদের নিজের জন্য ও তাদের পরিবারের জন্য পূর্ণভাবে যথেষ্ট হয়।"সমাপ্ত
প্রদানযোগ্য খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ:
একজন মিসকীনকে স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য হতে অর্ধ সা' (প্রায় ১.৫ কেজি) প্রদান করতে হবে। তা চাল, খেজুর বা অন্য যা কিছু হোক না কেন। আর যদি এর সাথে কোন তরকারী বা গোশত দেয়া হয় তবে সেটা আরো উত্তম।
ইমাম বুখারী নিশ্চয়তাপ্রকাশক শব্দ ব্যবহার করে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বার্ধক্যে পৌঁছানোর পর যখন রোযা পালনে অক্ষম হয়ে পড়লেন তখন রোযা না-রেখে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে রুটি ও গোশত খাওয়াতেন।
খাদ্যের পরিবর্তে সমমূল্যের অর্থ দ্বারা ফিদিয়া প্রদান করা জায়েয নয়। শাইখ সালেহ ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন: যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি অর্থকড়ি প্রদানের মাধ্যমে ইত্বআম (মিসকীন খাওয়ানো)এর বিধান আদায় হবে না। মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো/প্রদান করা হবে স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে স্থানীয় এলাকায় প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের অর্ধ সা' প্রদান করতে হবে। অর্ধেক সা' এর পরিমাণ প্রায় ১.৫ কেজি।
তাই যে পরিমাণেরকথা আমরা উল্লেখ করেছি সেই পরিমাণস্থানীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপনাকে কাফ্ফারা দিতে হবে; অর্থ দিয়ে নয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :
((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ))
"আর যাদের জন্য তা (সিয়াম পালন) কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।"[সূরা বাক্বারাহ, ২ :১৮৪] এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।"সমাপ্ত।[আলমুনতাক্বা মিন ফাতাওয়াস্ শাইখ সালেহ আলফাওযান (৩/১৪০)]

সা’-এর পরিমাণ:

মাঝারি দেহের অধিকারী মানুষের হাতের চার আজলা এক ‘সা’ হয়। (অর্থাৎ দুই হাতের কব্জি একত্র করে চার খাবরিতে যে পরিমাণ খাবার উঠে তাই এক ‘সা’।) আরবিতে ‘صاع সা’ নির্দিষ্ট পরিমাপের একটি পাত্রকে বলা হয়, যার দ্বারা দানা জাতীয় শস্য মাপা হয়। একাধিক শস্য যদি এক-‘সা’ এক-‘সা’ মেপে কি.গ্রাম দিয়ে ওজন করা হয়, তাহলে এক শস্যের ওজন অপর শস্যের ওজন থেকে কম-বেশী হবে।

শস্য ভেদে এক ‘সা’-এর পরিমাণ কম-বেশি হয় মূলত বিভিন্ন প্রকার শস্যের ওজনকে ভিত্তি করে, যেমন এক ‘সা’ চাউল ও এক ‘সা’ ম্যাকারুনার ওজন বরাবর নয়। কারণ, চাউল ম্যাকারুনা অপেক্ষা ওজনে হালকা, তাই যে পরিমাণ চাইল এক ‘সা’-তে ধরে সে পরিমাণ ম্যাকারুনা তাতে ধরে না। অতএব, দানা জাতীয় এক শ্রেণির শস্যের এক ‘সা’, অপর শ্রেণির শস্যের এক ‘সা’ অপেক্ষা কম-বেশি হবে, যদি ওজন করা হয়।

মোটকথা: এভাবে বলা যাবে যে, কত কেজি শষ্যে এ সা‘টি পূর্ণ হবে? কত কেজি চালে এ সা‘টি পূর্ণ হবে? কত কেজি খেজুরে এ সা‘টি পূর্ণ হবে? এভাবে।

কতক আহলে ইলম কতিপয় শস্যের ‘সা’-কে কেজি দিয়ে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন, চাউল দিয়ে সা‘ পূর্ণ হতে ২.৩ কেজি পরিমাণ লাগে। খেজুর দিয়ে ‘সা’ পূর্ণ হতে ৩ কেজি পরিমাণ লাগে। বরবটির ‘সা‘ পূর্ণ হতে ২ কেজি পরিমাণ লাগে। কিশমিশের সা‘ পূর্ণ হতে ১.৬ কেজি পরিমাণ লাগে। ফাসুলিয়ার এক সা‘ পূর্ণ হতে ২.৬৫ কেজি পরিমাণ লাগে। মসুর ডালের সা‘ পূর্ণ হতে ৩ কেজি পরিমাণ ডাল লাগে। হলুদ ডালের কেজি পূর্ণ হতে ২ কেজি পরিমাণ লাগে।

যদি কেউ অন্যান্য শস্যের দ্বারা যাকাতুল ফিতর বের করতে চায়, যার এক ‘সা’ কত কেজি হয় এখানে উল্লেখ করা হয় নি, যেমন ম্যাকারুনা, গম, মটরশুটি ও ভুট্টা ইত্যাদি, তাহলে তিনি মাঝারি দেহের কারও হাতের চার আজলা শস্য উঠিয়ে ওজন দিয়ে জেনে নিন, এক ‘সা’-এর সংজ্ঞায় যেরূপ বলেছি। আর যাকাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে প্রত্যেকের উচিৎ একজনের পক্ষ থেকে ২.৫ থেকে ৩ কেজি যাকাতুল ফিতর বের করা। আল্লাহ তা‘আলা সবচেয়ে ভালো জানেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের ওপর এক ‘সা’ যাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন, তাই ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের সবার পক্ষ থেকে এক-‘সা’ করে যাকাতুল ফিতর কেজির হিসাবে বের করবে। এটিই সহজ পদ্ধতি। উদাহরণত: কেউ নিজের, স্ত্রীর, এক-ছেলে ও এক-মেয়ের যাকাতুল ফিতর বের করবে, তার যাকাতুল ফিতর ৪ ‘সা’ চাউল। পূর্বে বলেছি এক ‘সা’ চাউল ২.৩ কেজি হয়। অতএব, যদি ২.৩ কেজিকে ৪ সংখ্যা দিয়ে গুণ দেই, গুণফল চারজনের যাকাতুল ফিতর। যেমন, ২.৩*৪=৯.২, তবে কিছু বেশি দেওয়া ভালো।

আলহামদুলিল্লাহ!

সংক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বই/ নেট থেকে সংগৃহিত করে নোট আকারে উপস্থাপন করা হলো।